শুভায়ু পিক্‌চার্স প্রযোজিত

শেষপর্ব

শুভায়ু পিক্‌চার্সের নিবেদন
মণি বর্মার কাহিনী
চিত্ত বসুর পরিচালনা
অনিল বাগচীর সংগীত

চিত্রগ্রহণ। বিজয় দে ● সম্পাদনা। রমেশ যোশী ● শিল্প নির্দেশনা। সুবোধ দাস ● রূপসজ্জা। অনাথ মুখার্জী, মনতোষ রায় ও গৌর দাস
সাজসজ্জা। বিষ্টুপদ দাস ও সিনে ড্রেস ● কেশ বিন্যাস। চণ্ডী প্রসাদ সাহা ● প্রধান কর্মসচিব। রতন চক্রবর্তী
ব্যবস্থাপনা। বেণু দাশগুপ্ত ও পীযূষ চৌধুরী ● শব্দ গ্রহণ। অনিল দাশগুপ্ত ও সৌমেন চ্যাটার্জী
পুন: শব্দযোজনা। শ্যামসুন্দর ঘোষ ● গীত রচনা। পুলক ব্যানার্জী ও শিবদাস ব্যানার্জী ● গীত ও আবহসংগীত গ্রহণ। সত্যেন চ্যাটার্জী
পট শিল্পী। কবি দাশগুপ্ত ● স্থির চিত্র। ষ্টুডিও বলাকা ● পরিচয়লিপি। নিতাই বসু
ষ্টুডিও তত্ত্বধান। আনন্দ চক্রবর্তী ● টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং আর. বি. মেহতার
তত্ত্বধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিতে পরিস্ফুটিত

কণ্ঠ সংগীতে ॥ মান্না দে ● সন্ধ্যা মুখার্জী ও আরতি মুখার্জী

প্রচার সচিব। বিদ্যুত চক্রবর্তী

॥ সহকারীবৃন্দ ॥

পরিচালনা। দেব দত্ত ও দীপরঞ্জন বসু ● চিত্রগ্রহণ। শান্তি দত্ত, বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী ও বাউরী জানা ● সম্পাদনা। প্রণব মুখার্জী ও কালিপ্রসাদ রায়
শিল্প নির্দেশনা। বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী ● রূপসজ্জা। নৃপেন চ্যাটার্জী ● ব্যবস্থাপনা। সুনীল ব্যানার্জী ও দুলাল সাহা ● শব্দগ্রহণ। বাবাজী শ্যামল
পুন: শব্দযোজনা। জ্যোতি চ্যাটার্জী ও বলরাম বারুই ● পটশিল্পী। প্রবোধ ভট্টাচার্য ● সংগীত পরিচালনা। শৈলেশ রায়
আলোক নিয়ন্ত্রণ। প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, সুভাষ ঘোষ, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কাহার, রামদাস কাহার ও হংসরাজ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার। এ. টি. গুইন (মোটার্স), শ্যামলাল চোপরা, জিৎপাল, টি. এস. অরোরা ও মিঃ নিমাই বোস (নেপলস)

ভূমিকায় ॥ পাহাড়ী সান্যাল ● অনুপকুমার ● সমিত ভঞ্জ ● অজিতেশ ব্যানার্জী ● উৎপল দত্ত ● রবি ঘোষ (অতিথি)
জহর রায় ● শেখর চ্যাটার্জী ● শৈলেন মুখার্জী ● শ্যামল ঘোষাল (অতিথি) ● নৃপতি চ্যাটার্জী ● গৌর শী ● স্বপন কুমার ● দিলীপ চ্যাটার্জী
নির্মল ঘোষ ● ছায়া দেবী ● সাবিত্রী চ্যাটার্জী ● অনুভা ঘোষ ● শোভা সেন ● লিলি চক্রবর্তী (অতিথি) ও মিঠু মুখার্জী

Chatterji

বিশ্ব পরিবেশনা ॥ কে. এল. কাপুর ডিষ্ট্রিবিউটার্স

কাহিনী

এবং এতদিনের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম হরিমোহন-দয়াবতী পরস্পরকে ছেড়ে আলাদা থাকতে হবে। ছেলেদের লেখাপড়া আর মেয়েদের বিয়েতে দেনায় সর্বস্বান্ত হয়ে গ্রামের বাড়ী-পুকুর-জমি বাধ্য হয়ে বিক্রী-কোবালা করে দিতে হয়েছে গ্রামেরই অনন্ত চাটুজ্যের কাছে। সুতরাং বুড়ো বাপ-মা'র ভার নিতে হবে উপযুক্ত ছেলে মেয়েদেরই।···বড় ছেলে রাজীব কলকাতার সওদাগরী অফিসের কর্মচারী। স্ত্রী সুজাতা ও একমাত্র মেয়ে নন্দিতাকে নিয়ে বালীগঞ্জের ফ্ল্যাটে থাকে। রাজীব তাই ভারাক্রান্ত। ছোট ছেলে রজত বিয়ে করেনি, মোটর গ্যারেজে কাজ করে। বড় মেয়ে উষার শ্বশুরবাড়ী বর্ধমান। স্বামী-ছেলে-মেয়ে-শাশুড়ী নিয়ে ভরা সংসার। ছোট মেয়ে সন্ধ্যা আর তার স্বামী চারু সংসারে। তাহলে ? হরিমোহন আর দয়াবতী থাকবেন কার কাছে ? শেষবেশ ঠিক হল—মা বড়ছেলের কাছে বাবা বড় মেয়ের কাছে থাকবেন কিছুদিনের জন্যে।···
ব্যাণ্ডেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকলেন হরিমোহন চোখভরা কান্না নিয়ে—যখন দয়াবতীকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করল ট্রেনখানা।···উষার শাশুরী কিন্তু হরিমোহনকে দেখে অপ্রসন্ন।

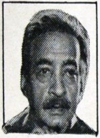

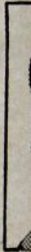

হরিমোহন নিজের গরজে পত্রিকা বিক্রেতা অনুকূল মজুমদারের বন্ধু হলেন।...সুজাতার মেয়ে নন্দিতা দয়াবতীতে অসন্তুষ্ট হলো। ও ভালবাসতো ধনী সন্তান অরুণকে। একদিন হাতেনাতে ধরা পড়ল তাঁর কাছে। তিনি কিন্তু ওদের সাদরে আদর জানালেন। নন্দিতা হলো ভীষণ খুশী।...রজতের আকাঙ্খা অর্থ ও যশ। গ্যারেজের মালিক রমাপদ ঘোষাল চায় তায় একমাত্র সৎ বোনকে ওর গলায় ঝোলাতে। এতে রজত গ্যারেজের অংশীদার হবে।...স্ত্রীর জন্য হরিমোহন উতলা। উনি অনুকূলের কাগজ ফেরীর কাজ নিলেন। দুর্ভাগ্য, একদিন পড়লেন উষার শাশুড়ীর নজরে। ক্রুদ্ধা শাশুড়ী। বাধ্য হয়ে বাড়ী ছেড়ে অতুলবাবুর বাগান বাড়ীতে কেয়ার-টেকারের কাজ নিতে হলো হরিমোহনের। দেখলেন অতুলের পার্টিতে সন্ধ্যা-চারু। সন্ধ্যা গাইছে গান। হরিমোহন নিজেকে সামলাতে পারলেন না। ঝড়বৃষ্টির মাথায় বেড়িয়ে এলেন পথে।...এরপর রবীন-উষা এসে দেখল হরিমোহন জ্ঞানহীন। রাজীবকে ফোন করা হলো। কিন্তু সে তখন চুরির দায়ে কয়েদ। পুলিশ এলো রাজীবের বাড়ীতে। ওরা সন্ত্রস্ত। তখন দয়াবতী মন শক্ত করে রাজীবের মালিক সুরজিতের সঙ্গে। ঠিক হয় মামলা প্রত্যাহৃত ও অরুণ-নন্দিতা বিবাহ।...ইতিমধ্যে খবর এলো

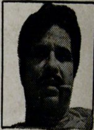

কাহিনী

হরিমোহন গুরুতর অসুস্থ। ছুটে গেলেন স্বামী সন্দর্শনে বিরহিনী স্ত্রী। দীর্ঘদিন বাদে স্বামী-স্ত্রী মিলন হলো। কিন্তু হরিমোহন তখন সম্পূর্ণ অন্ধ।···
ওদিকে রজত বাবা-মা'কে আবারও গোপালপুরের সেই বাড়ীতে একত্রিত করার বাসনায় রমাপদ'র প্রস্তাবেই রাজী হলো।
উৎফুল্ল রমাপদ টাকা দিল অনেক। রজত ভিটে বাড়ী ছাড়িয়ে আনলো। বিয়ে করে বউ নিয়ে এলো গ্রামের বাড়ীতে।···
আলোকে ঝলমল বাড়ী। অন্ধ হরিমোহন—আবার সব ফিরে পেয়েই খুশী। সব খুলে বলল রজত—অমন স্বপ্ন দেখা জলজলে ছেলেটা কেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা মেয়েকে বিয়ে করলো।
পুত্রবধূর মুখ দেখে আঁৎকে উঠলেন দয়াবতী। রাজীব, সুজাতা, সন্ধ্যা, চারু, নন্দিতা, অরুণ—ওরা বাক্‌হারা।
বাইরে সানাই থেমে গেছে।···কিন্তু রজত এতদিনে শিখেছে জীবনকে চিনতে। জীবনের গান এবার তার কণ্ঠে।
ওদের চোখে জল। বাইরে সানাইয়ের সুর। দয়াবতী জলভরা চোখে জড়িয়ে ধরলেন পরম আদরে তাঁর ছেলে-বৌকে।

॥ গান—এক ॥

যাক্‌না
যাক্‌না যাক্‌না যাক্‌না
মন যদি ভেসে যায় যাক্‌না
কানায় কানায় যদি ভোরল
খুশীর নদী সব বাঁধা নিমেষে হারাক না
কথায় কথায় কথা ভুল হয়
মুকুল নতুন হয়ে ফুল হয়
যখন দু'চোখ ভরে
আকাশ রেখেছি ধরে
খেয়াল পাখীকে দেব পাখনা
চলার এ পথ বলে
যে আমার সাথে চলে
কিনামে বলনা তাকে ডাকব
শুধু কি পথের সাথী রাখব
নিজেই নিজের সীমা ছাড়িয়ে
জানি না কোথায় গেছি হারিয়ে
জানি না কোথায় গেছি হারিয়ে
আরো অজানাকে জেনে
কোন হারে হার মেনে
উপহার দেব এই ভাবনা

॥ গান—দুই ॥

হুঁ—হাঁরে ভাই
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা
কাল যে রাজা—আজ ভিখারী
হারিয়ে শেষে—তবিলদার
গোলক ধাঁধায় মরছে ঘুরে
নেইকো ঠিকানা
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা
চড়ছে বা কেউ মটর গাড়ী
কোন অজানায় দিচ্ছে পাড়ি
চড়ছে বা কেউ মটর গাড়ী
কোন অজানায় দিচ্ছে পাড়ি
মন্দ কপাল আবার কারো
হাসবে হাসি হাসতে মানা
মন্দ কপাল আবার কারো
হাসবে হাসি হাসতে মানা
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা
জীবনটা এক অঙ্ক যেন
সবাইতো চায় শেষ মেলাতে
কেউবা ফেরে হাসি মুখে
কেউবা ফেরে শূণ্য হাতে
যোগ বিয়োগের হিসাবটা ভাই
আমার কাছে থাক অজানা
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা
কাল যে রাজা আজ ভিখারী
হারিয়ে শেষে তবিলদারী
গোলক ধাঁধায় মরছে ঘুরে
নেইকো ঠিকানা
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা
এই দুনিয়াটা ভাই আজব কারখানা

॥ গান—তিন ॥

না—না—না—না
যাবনা যাবনা
কিছুতেই যাবনা
ওকে তুই ফিরে যেতে বল
ও বাঁশী যতই বাজুক
বাজবে নারে পায়ের মল
আমি তো আমায় নিয়ে
রয়েছি বিভোর হয়ে
যেনগো ভুল বুঝে কেউ
করেনা আর ছল

॥ গান—চার ॥

কাঁদিস নেরে গানের পাখী, সবাই যখন হাসে
বন্ধ পাখা দে মেলে দে, অনন্ত আকাশে
হঠাৎ জাগা ঘূর্ণি ঝড়ে
যে বাসা তোর ভেঙ্গে পড়ে
সেই, ভুলের বাসা উড়িয়ে দেরে—প্রমত্ত বাতাসে
এইতো ভালো স্বরারসের—রসাতলের দিনে
জগৎটাকে নতুন করে—হৃদয় নিল চিনে
অন্ধকারের অনেক আলো
শিউরে উঠে চোখ ধাঁধালো
আর, স্বপ্ন দেখে লাভ কি হবে,—দুরন্ত বিলাসে

গান

কে. এল. কাপুর
ডিস্ট্রিবিউটর্সের যে ছবি

আসছে!

এক
'চরমপন্থী'
কিশোর-প্রেমিকের
কাণ্ড-কারখানা!

॥ প্রযোজনা ॥
কে. এল. কাপুর ফিল্মস্

॥ কাহিনী ॥
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

॥ সংগীত ॥
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
তরুণ মজুমদার

কে. এল. কাপুর ডিস্ট্রিবিউটর্সের
প্রচার ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে
প্রকাশিত

ডিডি প্রিন্টার্স কোলকাতা থেকে মুদ্রিত।